ইত্তেফাক

19

তারিখ ... 2.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

পাবনায় ছাত্র-বাস শ্রমিক সংঘর্ষে অধ্যক্ষসহ বহু আহত ॥ কারফিউ জারি

(নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)

পাবনা, ১লা ফেব্রুয়ারী— প্রায় সারাদিনব্যাপী ছাত্র-বাস শ্রমিক সংঘর্ষের পর আজ সন্ধ্যা ৬টায় পাবনা শহরে ১২ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে জেলা প্রশাসন টহলরত পুলিশকে কাহাকেও রাস্তায় দেখা মাত্র গুলী করার নির্দেশ দিয়াছেন।

গতকালের এই সংঘর্ষে বাস শ্রমিকদের হাতে পাবনার সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সালাম গুরুতর আহত হন। অধ্যক্ষ এবং কলেজের অন্য ২ জন আহত শিক্ষককে পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। সংঘর্ষে দুইপক্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত হন বলিয়া প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়াছে। স্থানীয় সরকারী এডওয়ার্ড

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

কারফিউ জারি

(১ম পৃঃ পর)

কলেজের একজন ছাত্রের কনসেশন ভাড়া প্রদান নিয়া বৃহস্পতিবারের একটি নিত্তণ্ডা হইতেই আজকের ঘটনার উৎপত্তি।

আজ বেলা ২টায় প্রায় ৫ শত বাস-শ্রমিক এবং মালিকদের কেহ কেহ মিছিল করিয়া কলেজের ভিতরে গিয়া ছাত্রদের উপর চড়াও হয় বলিয়া পুলিশ প্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে। দেশী অস্ত্র সজ্জিত এই দলটির হাতে অধ্যক্ষ এবং কয়েকজন শিক্ষক প্রহৃত হন। আহত অধ্যক্ষ গাজী সালাম ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। ঘটনার পর শহরে গুজব ছড়াইয়া পড়ে যে, অধ্যক্ষ মারা গিয়াছেন। ইহা শোনার পর সারা শহর হইতে ছাত্ররা বাহির হইয়া কলেজে একত্রিত হয় এবং মিছিল করিয়া বাসষ্ট্যাণ্ড গিয়া কয়েকটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্রদের এই গ্রুপটিই মিছিল করিয়া পাবনা মোটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল বরকত খানের বাড়ীতে যান। বাড়ীর গেট ভিতর হইতে বন্ধ থাকায় ছাত্ররা রাস্তা হইতে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। বাড়ীতে খড়ের গাদায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। জনাব বরকত এই সময় তাঁহার বন্দুক হইতে প্রায় ১০০ রাউণ্ড গুলী করেন। তিনি ফাঁকা গুলী বর্ষণ করেন বলিয়া দাবী করিলেও গুলীতে ৭ জন ছাত্র আহত হয়। গুলীতে আহত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বিকাল ৫টায় পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া জেলা প্রশাসক সান্ধ্য আইন জারির কথা ঘোষণা করেন।

জেলা প্রশাসক নিজে গাড়ীতে করিয়া মাইকযোগে সান্ধ্য আইন জারি করেন এবং সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, পুলিশকে রাস্তায় কাহাকেও দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শহরের পরিস্থিতি এখন শান্ত এবং পুলিশ টহল দিতেছে।